মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর

বায়তুল মাকদিস ও ফিলিস্তিনের ইতিহাস

ইয়াহুদিদের ষড়যন্ত্র

বায়তুল মাকদিস ও ফিলিস্তিনের ইতিহাস

ইয়াহুদিদের ষড়যন্ত্র

মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর

ভাষান্তর

মহিউদ্দিন কাসেমী

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০২৩
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১৮

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৫০০, US $ 20. UK £ 15

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96950-5-9

Baytul Maqdis o Filistiner Etihas
by **Abu Lubabah Shah Mansoor**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorpage
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

বুদ্ধিমান অনেক সময় মিথ্যা বলে!
একজন বিচক্ষণ মানুষ—
যাঁকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি
শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, শ্রদ্ধেয় পিতা
আবু বকর মুহাম্মদ সিদ্দীক

—অনুবাদক।

প্রকাশকের কথা

মুফতি আবু লুবাবা শাহ মানসুর। সুপরিচিত এক নাম। পাকিস্তানের সর্বাধিক পঠিত ও জনপ্রিয় মাসিক *জরবে মুমিন* পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর জীবন্ত কাজগুলো বিশ্বব্যাপী তাঁকে এনে দিয়েছে আকাশচুম্বী খ্যাতি ও মর্যাদা। শেষ সময়ের ফিতনা সম্পর্কে তাঁর লেখাগুলো বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। তাঁর এমনই এক অনবদ্য গ্রন্থের নাম *আকসা কে আঁসু*, যার অনুবাদ প্রথম সংস্করণে *আকসার কান্না* নামে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু নামটি অনেকের কাছে গ্রন্থের সঠিক বার্তা পৌঁছাতে ও গুরুত্ব বোঝাতে যথেষ্ট ছিল না মনে করে আমরা এবারের সংস্করণে নাম রেখেছি *বায়তুল মাকদিস ও ফিলিস্তিনের ইতিহাস : ইয়াহুদিদের ষড়যন্ত্র*। গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে এ নামটি বেশ প্রাসঙ্গিক। আশা করি পাঠকসমাজও তা সাদরে গ্রহণ করবেন।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মাওলানা মহিউদ্দিন কাসেমী। অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় চমৎকার অনুবাদ করেছেন। আল্লাহ তাঁর যাবতীয় কাজে বরকত দিন।

গ্রন্থটির অধিকাংশ লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ আকারে মাসিক *জরবে মুমিনে* প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থ আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু লেখা সম্পাদনার প্রয়োজন থাকলেও কোনো কারণে লেখক তা করেননি। বিশেষ করে টীকা সংযোজন করেননি বা প্রয়োজনীয় রেফারেন্স দেননি। সম্ভবত বিষয়গুলো বহুল আলোচিত ও প্রচারিত এবং সামসময়িক বিবেচনায় তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন।

আমরা ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র ঘেঁটে যথাসম্ভব সঠিক তথ্য তুলে ধরেছি। প্রথম প্রকাশের আগে গ্রন্থটির এক-চতুর্থাংশ সম্পাদনা করেছেন আলী হাসান উসামা। অবশ্য তিনি পুরো গ্রন্থটি আবারও নিরীক্ষণ করেছিলেন। আল্লাহ সবাইকে তাঁদের শান অনুযায়ী উত্তম প্রতিদান দিন।

আপনাদের হাতে এখন গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ। এ সংস্করণে ভাষা ও বানানের কাজ করেছেন ইলিয়াস মশহুদ, মুতিউল মুরসালিন ও আলী আহমদ। আমি নিজেও আরেকবার পড়েছি। এ ছাড়া পাঠকের দৃষ্টিতে পুরা গ্রন্থটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন আলমগীর হুসাইন মানিক। অনুবাদকও ফের গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনেছেন।

আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের মতো এই গ্রন্থটিতেও অধ্যায়, শিরোনাম-উপশিরোনাম, ভাষা ও বানানের কাজ করা হয়েছে, নতুনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। কিছু টীকা সংযোজন করা হয়েছে। তা ছাড়া বেশ কিছু নামের ইংরেজি উচ্চারণ ব্র্যাকেট দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে। এতে গ্রন্থটি পাঠ করতে পাঠক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন ইনশাআল্লাহ।

পাঠকের প্রতি অনুরোধ, এতকিছুর পরও কোনো ধরনের ত্রুটি নজরে পড়লে আমাদের অবগত করবেন। ইনশাআল্লাহ সংশোধন করা হবে এবং আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞও থাকব।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী

সূচিপত্র

লেখকের কথা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : মসজিদে আকসা ১৮
এক : বিশ্বাসঘাতকতা ১৮
দুই : অবস্থার ভয়াবহতা ১৯
তিন : ঝড়ের পূর্বাভাস ২০
চার : ফিলিস্তিন নিয়ে কেন এত অবহেলা ২১
পাঁচ : শাসকদের অনাগ্রহ ২২
ছয় : এ পুষ্পোদ্যানের ভবিষ্যৎ কী ২৩
সাত : হে আইয়ুবির সন্তানরা ২৩
আট : ইয়াহুদিরা কি ফিলিস্তিনের আদিবাসী ২৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : একজন মুতাসিম বিল্লাহর খোঁজে ২৬
এক : আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি ২৬
দুই : ফিলিস্তিনি বোনদের ত্যাগ ২৭
তিন : ইতিহাসের চোখে বায়তুল মাকদিস ২৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ফিলিস্তিনের স্মরণ ৩০
এক : নবি-রাসুলদের স্মৃতিচিহ্ন ৩০
দুই : ইতিহাসের আয়নায় আল-কুদস ৩০
তিন : ইসলামের ছায়াতলে আল-কুদস ৩১
চার : মসজিদে আকসা ও সুলায়মানি কাঠামো ৩২
পাঁচ : মসজিদে আকসা বিজয় ও পুনর্নির্মাণ ৩৪
ছয় : বায়তুল মাকদিসের সীমানা : প্রতিশ্রুতি রক্ষার ডাক ৩৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জেরুসালেমের স্মৃতি ৩৬
এক : বুরাক দেয়াল ৩৬
দুই : সোনালি গম্বুজ বা কুব্বাতুস সাখরা ৩৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আল-কুদস ৪২
এক : জেরুসালেমের পবিত্র ভূমির স্থাপনাসমূহ ৪৩
দুই : জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে বায়তুল মাকদিসের অবস্থান ৪৬
তিন : লেখকদের রচনায় বায়তুল মাকদিস ৪৭
চার : পাথরটি সম্মানিত কেন ৪৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : দাউদ আ.-এর সিংহাসনের পুনরুত্থান ৫৬
এক : ইয়াহুদিদের লাল বাছুরের কুরবানি ৫৬
দুই : ইয়াহুদি-খ্রিষ্টানদের একতা : শত্রু বিনাশের মহড়া ৫৭
তিন : খ্রিষ্টানদের উপদল ৫৮
চার : দাউদ আ.-এর থ্রোন অব ডেভিড : হাজার বছরের বিশ্বাস ৫৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ : টাইগ্রিস থেকে নীলনদ ৬১
এক : ইয়াহুদিদের পরিবর্তনশীল নীতি ৬১
দুই : জায়নবাদের পরিচয় ৬২
তিন : ইয়াহুদিদের বিকৃতি ৬২
চার : টাইগ্রিস থেকে নীলনদ : ইয়াহুদি রাষ্ট্রের স্বপ্ন ৬৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ : সুয়েজ খালের পাড়ে ৬৫
এক : মুসা আ.-এর নবুওয়াত : দ্বন্দ্বের শুরু ৬৫
দুই : ফিরআউনি বাহিনী ও বনি ইসরাইল : জঘন্যতম দুটি দল ৬৬
তিন : ফিরআউনের পরিণতি ৬৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : ফিলিস্তিনের সমস্যা ৭০
এক : শতবর্ষ পূর্বের পরিকল্পনায় ইয়াহুদি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ৭০
দুই : ঐতিহাসিক ভূমি ৭১
তিন : ইয়াহুদিদের প্রতি শেষ সতর্কবাণী ৭২
চার : ফিলিস্তিনে জায়গা চেয়ে লোভনীয় প্রস্তাব এবং সুলতানের ঘৃণাভরে... ৭২
পাঁচ : ব্যালফোর ঘোষণা-Balfour Declaration ৭৩

ছয় : ব্রিটেনের অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ৭৪
সাত : অন্যায়-অবিচারের উপাখ্যান : গভর্নর শরিফের বিশ্বাসঘাতকতা ৭৫
আট : জমি ক্রয় : বহিরাগত ইয়াহুদিদের নতুন নিবাস ৭৬
নয় : প্রমাণের সঙ্গে শক্তিও প্রয়োজন ৭৮
দশ : ইয়াহুদিদের অহেতুক প্রমাণাদি ৭৮
এগারো : ইয়াহুদিদের শেষ পরিণতির শুরু ৮১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জেরুসালেম থেকে ব্যাবিলন ৮২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসরাইল শব্দের অর্থ কী ৮৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ব্যাবিলন থেকে জেরুসালেম ৯২
এক : সমস্যার খোঁজে ৯২
দুই : মাসিহে রাব্বানি বনাম মাসিহ দাজ্জাল ৯৩
তিন : ইয়াহুদিদের বানানো মতবাদ ৯৪
চার : অন্তর্বর্তীকালীন শাসন ও পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থা ৯৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : থিয়োডর হার্জেল ও ওয়াইজম্যান : দুই ডক্টরের গল্প ৯৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : আগামী বছর জেরুসালেমে ১০৩
এক : ৪ হাজার বছর পর ইরাকে ১০৩
দুই : খায়বার থেকে তাবুক : সৌদি আরবে আমেরিকার সেনা ১০৩
তিন : আমেরিকান ইয়াহুদিদের সৌদি আরবে ভূমি ক্রয় ১০৪
চার : মামশ...মামশ বলে রাব্বিদের দাজ্জালকে আহ্বান ১০৬
পাঁচ : তাকি উসমানির ফাতওয়া ১০৮
ছয় : দুটি যমজ উদাহরণ : গ্রেট ইসরাইল ও অখণ্ড ভারত ১০৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ : রহস্যময় বর্ণের ব্যাখ্যা : ইয়াহুদিদের গোপন পরিকল্পনা ১১৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ : স্বাধীনতার সেনানী মাহমুদ হাসান দেওবন্দি এবং জাতীয় গাদ্দারদের উপাখ্যান ১২০
এক : স্বাধীনতার সেনানী মাহমুদ হাসান দেওবন্দি ১২১
দুই : দ্বিমুখী তলোয়ার মক্কার গভর্নর শরিফের গাদ্দারি ১২১
তিন : ফিলিস্তিন নিয়ে শরিফের উত্তরসূরিদের ভূমিকা ১২২

নবম পরিচ্ছেদ : ফিলিস্তিন বিক্রেতাদের গল্প ১২৫

দশম পরিচ্ছেদ : কাহিলার বিবরণ ১৩১

এক : নতুন জেরুসালেমের সন্ধানে : আমেরিকায় ইয়াহুদিদের অবস্থান ১৩১
দুই : ভাস্কো দা-গামার ভারত আগমন ১৩২
তিন : আমেরিগো থেকে আমেরিকা ১৩৩
চার : পৃথিবীর ১২টি অংশ ১৩৪
পাঁচ : মুসলিম নেতাদের ইয়াহুদি স্ত্রী ১৩৬
ছয় : তুর পাহাড়ে সম্মিলিত কান্নাকাটি ১৩৭
সাত : চিরস্থায়ী শত্রুতা-তত্ত্ব ১৩৮

একাদশতম পরিচ্ছেদ : রোম থেকে তেলআবিব : খ্রিষ্টানদের গোপন সেমিনার ১৩৯

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে অভিশপ্ত ইয়াহুদিদের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র ১৪৫
এক : বিষধর পোকামাকড় ১৪৫
দুই : এ বি সি দ্বারা কী বোঝানো হয় ১৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ফিলিস্তিনি মুজাহিদের সঙ্গে এক বিকেল ১৫৩
এক : বিসামের চোখে ইসতিশহাদি হামলা ১৫৩
দুই : অনারব বংশোদ্ভূত আরব শাসক ১৫৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : হে আমার গোত্রের লোক ১৬২
এক : একটা শয়তানি উত্তর ১৬২
দুই : শিরকের একটা ডিজিটাল পদ্ধতি : উৎসের সন্ধানে ১৬৩
তিন : ৭০ ধর্মগুরুর বর্ণনা : জাদুবিদ্যার গোড়ার কথা ১৬৩
চার : ঐতিহাসিক শত্রুতার ভিত্তি ১৬৪
পাঁচ : ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইয়াহুদিদের লাঞ্ছনাকর পরিণতি ১৬৫
ছয় : পঞ্চভুজবিশিষ্ট রহস্যময় ইমারত ১৬৬
সাত : ৭০ জন ধর্মগুরুর বৈঠক ১৬৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দুটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত ১৬৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অন্বেষণের সফর : গ্রানাডার পতন থেকে শিক্ষা ১৭৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বিচ্ছুর চক্রান্ত ১৮১
এক : অপারেশন সুজনা ১৮১
দুই : লিবার্টি হামলা ১৮৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ : বহুরূপী ব্যক্তি ১৮৬

অষ্টম পরিচ্ছেদ : ফ্ল্যাশ পয়েন্ট ১৯১

নবম পরিচ্ছেদ : দাউদি পাথরের আঘাত ১৯৬

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : সুলায়মানি কাঠামো : রূপকথা না বাস্তবতা ২০১

এক : হায়কাল তথা সুলায়মানি কাঠামো বলতে কী বোঝায় ২০২

দুই : আল-কুদসের সত্যিকার উত্তরসূরি কে ২০৩

তিন : বোঝার জিনিস, বোঝানোর নয় ২০৪

চার : ব্যথিত আর্তনাদ ২০৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সামিরির গো-বৎস ও বৃহত্তর ইসরাইল ২০৬

এক : সামিরির গো-বৎস ২০৬

দুই : বৃহত্তর ইসরাইল বলতে কী বোঝায় ২০৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আল-কুদসের আত্মত্যাগীদের স্মরণ ২১১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : হে বনি ইসরাইল ২১৬

এক : বৈরুতের রাস্তায় ফিলিস্তিনিদের ভিক্ষা ২১৬

দুই : দুটি কবর একটি শিক্ষা ২১৯

তিন : তুরি মামা ২২৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : লুদ-এর দরজায় ২৩০

এক : গবেষণার নামে... ২৩০

দুই : শয়তানি বাহিনীর কর্মকাণ্ড ২৩০

তিন : একটা ভয়ংকর রোগ ২৩১

চার : পঞ্চমাংশের ভীতি ২৩২

পাঁচ : দুটি সংবাদ ও ভয়ংকর বাস্তবতা ২৩৩

ছয় : কিয়ামের সময় সিজদা করা ২৩৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : কাসাব্লাঙ্কা থেকে ইসরাইলের রাজধানী ২৩৭

এক : ভোগবাদী ধর্মীয় নেতৃত্ব ২৩৭

দুই : প্রতিবাদের জীবাণু ২৩৮

তিন : পোপের কাছে প্রশ্ন ২৩৯

চার : ইসরাইলি আলিমদের দল ২৪০
পাঁচ : রক্তচোষা চামচিকা ২৪১
ছয় : সস্তা পণ্য ও ঋণের পাহাড় ২৪২
সাত : ভেতরের শত্রু ২৪৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ : গাস এমিউনিম ২৪৫
এক : জায়নবাদীদের মৌলিক লক্ষ্য ২৪৫
দুই : সোনালি গম্বুজের প্রতিবিম্ব ২৫০

অষ্টম পরিচ্ছেদ : তাওরাত কী বলে ২৫৬

নবম পরিচ্ছেদ : নিকৃষ্ট শত্রু যখন উত্তম বন্ধু ২৬০

দশম পরিচ্ছেদ : কিয়ামতের ছায়া ২৬৬

একাদশতম পরিচ্ছেদ : অত্যাচারীদের কে বোঝাবে ২৭১

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : শেষ প্রত্যাবর্তন ২৭৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পশ্চিমাবিশ্ব সমগ্র ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাইলের কর্তৃত্ব কামনা করে ২৮৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মুসলিমবিশ্বের সামনে নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ ২৯২
এক : খিলাফত পুনর্জীবিতকরণ ২৯২
দুই : ইসলামি আইনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ২৯৩
তিন : হারামাইন শরিফাইন থেকে অমুসলিম সেনাদের বহিষ্কার ২৯৪
চার : মসজিদে আকসা ও বাবরি মসজিদের মুক্তি ২৯৫
পাঁচ : দখলিকৃত মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের বিজয় ২৯৫
ছয় : তরবারির ছায়ায় ২৯৬

লেখকের কথা

সাধারণত কাগজের বুকে কলমের কালিতেই বই লেখা হয়। তেমনি কাগজের সমারোহে এটিও একটি বই। কিন্তু এর আলোচনাগুলো কলমের কালির নয়; বরং কলজে নিংড়ানো রক্তে লেখা কথামালা।

বায়তুল মাকদিস আমাদের এমন সম্মানিত ঐতিহ্য, যার সংরক্ষণ ও দেখাশোনার দায়িত্ব আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন। ইয়াহুদি-নাসারারা যখন এই সম্মানিত ইবাদতখানার পবিত্রতা রক্ষা না করে তার পবিত্র পরিবেশকে পাপের বিষাক্ততায় ভরিয়ে তোলে এবং বার বার সতর্ক করার পরও অন্যায় কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে, তখন মহান প্রতিপালক নির্বাচিতদের তালিকা থেকে তাদের বঞ্চিত করে উম্মতে মুহাম্মাদির ওপর এই পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেন।

যেদিন থেকে সাহাবিরা আসমানি সাহায্যে বায়তুল মাকদিস বিজয় করেছিলেন, সেদিন থেকেই এ আমানত আমাদের আত্মমর্যাদা ও ইমানের পরীক্ষার কষ্টিপাথরে পরিণত হয়েছে। বায়তুল মাকদিসের সংরক্ষণের ব্রত পালনে যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হতে পারার মধ্যে আমাদের উন্নতির স্থায়িত্বের মূলমন্ত্র নিহিত। একইভাবে তার পবিত্রতায় একটু আঁচড়ই আমাদের নির্বাচিত উম্মত হওয়ার মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে দিতে পারে।

আল্লাহর অপার মহিমায় আমরা এমন একটি যুগে বাস করছি, যখন কপালপোড়া ইয়াহুদিদের ছোঁয়া এ পবিত্র ভূমির আঙিনাকে স্পর্শ করছে। যার স্পষ্ট অর্থ হলো, হক-বাতিলের এমন মহাযুদ্ধ আমাদের সামনে অপেক্ষমাণ, যেখানে আমরা হকের পক্ষে অংশ নিয়ে অফুরন্ত সাওয়াবের পাশাপাশি সৌভাগ্যের তিলক নিজেদের ললাটে নিশ্চিত করতে পারি; আর সেটিই হবে আমাদের মুক্তির সনদ।

সাধারণত বলা হয়, আমাদের মধ্যে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি নেই, যাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করা সম্ভব। বাস্তবতা হচ্ছে, আইয়ুবি তো অনেক আছেন; কিন্তু এমন নুরুদ্দিন জিনকি নেই, যিনি সালাহুদ্দিনকে সুলতান সালাহুদ্দিনে পরিণত করবেন।[১] আমাদের মধ্যে কাদির খান

[১] সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির নেতা ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন সুলতান নুরুদ্দিন জিনকি। তিনি সালাহুদ্দিনের

অনেক আছেন; কিন্তু তাকে ড. আবদুল কাদির খানে পরিণত করবে, এমন কারিগরের অভাব। অপরদিকে কোনো অচেনা তারকা নিজের আলোতে কখনো দীপ্তিমান হতে চাইলে সাধারণত তাকে অবজ্ঞা-অবহেলাই করা হয়। আমাদের উচিত, এই ধ্বংসাত্মক আচরণ পরিহার করে যোগ্যকে উৎসাহ প্রদান এবং ব্যক্তিগঠনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। মাটি বড় উর্বরতা প্রিয়, অপেক্ষা শুধু সিঞ্চনের।

এ জগতের সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে দাজ্জাল। তার কেন্দ্রভূমি হবে সেই পবিত্র ভূমি। আবার তার বিনাশ আর সমাপ্তিও হবে এ ভূমিতেই। এই ফিতনার প্রারম্ভিকতা আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি। আর যারা তাকওয়া ও জিহাদি বলে বলিয়ান হয়ে মাঠে নামবে, তাদের সফলতা দেখতেও আমরা আশাবাদী। সৌভাগ্যবান তারা, যারা এ ফিতনার বিরুদ্ধে লড়াকু সেনাদের সহযোদ্ধা হবে। এ সামান্য অশ্রুর নাজরানা সেই মহামানবদের জন্যই।

আশাবাদী থাকব, যেন এ অশ্রু অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের না হয়; বরং এ অশ্রু যেন হয় বিধ্বংসী বিস্ফোরকের ফিউজতুল্য, যে অশ্রুতে থাকবে না মৃত্যুর শীতলতা; থাকবে অগ্নিকুণ্ডের বিভীষিকা।

অশ্রুবিন্দুর এক ফোঁটা হবে মসজিদে আকসার নামে, যা ছিল সর্বোচ্চ সম্মানিত বান্দাদের সিজদাবনত হওয়ার স্থান। আরেক ফোঁটা সঞ্চিত থাকবে সোনালি গম্বুজ—Dome of the Rock (ডোম অব দ্য রক)-এর ওই সোনালি মুক্তার নামে, যার আশেপাশে পবিত্র মহামানবরা সারিবদ্ধ হয়ে দাজ্জালের বাহিনীর বিরুদ্ধে ত্যাগের বীরত্বগাথা রচনা করবেন। আল্লাহ আমাদের তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

আবু লুবাবা শাহ মানসুর
০১ মুহাররাম, ১৪২৮

সুপ্ত প্রতিভা ও সামর্থ্যের অনুমান করতে পেরে তাঁকে নিজের উত্তরসূরি হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় অসাধারণ কারুকার্যখচিত একটি মিম্বার স্থাপন করেন এই প্রত্যাশায় যে, বায়তুল মাকদিসের বিজয় সম্পন্ন হলে এটি সেখানে স্থাপন করা হবে।— অনুবাদক।

প্রথম অধ্যায়

- মসজিদে আকসা
- একজন মুতাসিম বিল্লাহর খোঁজে
- ফিলিস্তিনের স্মরণ
- জেরুসালেমের স্মৃতি
- আল-কুদস
- দাউদ আ.-এর সিংহাসনের পুনরুত্থান
- টাইগ্রিস থেকে নীলনদ
- সুয়েজ খালের পাড়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ

মসজিদে আকসা

মসজিদে আকসা মুসলিমদের সম্মানের প্রতীক, বিজয়ের চিহ্ন। কিছুদিন আগে ইয়াহুদিরা অসহায় ফিলিস্তিনিদের ওপর পরিচালিত নৃশংস হামলায় ট্যাংক ও গানশিপ হেলিকপ্টার ব্যবহার করে মসজিদে আকসায় মুসলিমদের রক্তনদী প্রবাহিত করেছে, যা পৃথিবীব্যাপী মুসলিমদের হৃদয়ে ঘটিয়েছে রক্তক্ষরণ। *জরবে মুমিন* ইতিহাসের এ স্পর্শকাতর সন্ধিক্ষণে নিজেদের কর্তব্য আদায়ে বিশ্লেষণধর্মী আঙ্গিকে বিপ্লবাত্মক ইতিহাসের তত্ত্ব ও তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করছে, এখানে ফিলিস্তিনের মর্যাদা ও গুরুত্ব থেকে শুরু করে সম্মানিত সেই ভূমির পরিচয় ও ইতিহাস তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি ফিলিস্তিনে ইয়াহুদিদের শাসন প্রতিষ্ঠার অবৈধ প্রয়াস, এমনকি বায়তুল মাকদিসকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জঘন্য মানসিকতাসহ ভয়াবহ চক্রান্তের স্বরূপ উন্মোচন করা হবে। পাঠক এখানে এমন নির্ভরযোগ্য তাত্ত্বিক আলোচনা ও লোমহর্ষক রহস্যের সন্ধান পাবেন, যা ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। এ লেখাগুলো শুধু ঐতিহাসিক একটা দলিল হিসেবেই নয়; বরং যুগ যুগ ধরে জিহাদি জজবার প্রাণভোমরা ও জাগরণের মূলমন্ত্র বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

এক. বিশ্বাসঘাতকতা

নিঃসন্দেহে বিশ্বাসঘাতকতা অতি জঘন্য একটা স্বভাব। শিষ্টাচার ও সুশীলসমাজের চোখে বিশ্বাসঘাতকতা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিন্দিত। বর্তমানের মুসলিমরা বায়তুল মাকদিসের সঙ্গে যে ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা ও অমানবিকতা প্রদর্শন করেছে, ইতিহাসে তার উপমা খুঁজে পাওয়া দুরূহপ্রায়। মসজিদে আকসা মুসলিমদের সম্মানিত তৃতীয় সর্বোচ্চ স্থান। অপবিত্র ইয়াহুদি-নাসারাদের হাত থেকে একে রক্ষা করা ও এর রক্ষণাবেক্ষণ মুসলিমদের সর্বোচ্চ জিম্মাদারি। কিন্তু বায়তুল মাকদিসের সঙ্গে মুসলিমদের সম্পর্ক শুধু এতটুকুই আছে—তারা বছরে একবার মিরাজের আলোচনায় এই ঐতিহাসিক স্থানের আলোচনা করে; অথবা ইসরাইলের পক্ষ থেকে এর অসম্মানের কোনো সংবাদ ফলাও

করে প্রচার হলে মুসলিম যুবক ঘুমকাতুরে অবস্থায় তা শুনে থাকে। এর প্রতিক্রিয়ায় তার মনে কোনো চিন্তার উদ্রেক হয় না। তার জীবনকালেই ঘটে যাওয়া লজ্জাজনক ঘটনাও তার মনে কোনো চেতনা জাগায় না।

পৃথিবীর সবচেয়ে ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত জাতি ইয়াহুদিরা শুধু তা দখল করে এবং বহিরাগত মুসলিমদের জন্য সেখানে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং সেখানে রীতিমতো তাদের ধর্মীয় বিভিন্ন নীতি-প্রথা পালন করছে। আজ হয়তো তারা সেখানে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের প্রবেশের সুযোগ দিচ্ছে; কিন্তু তাদের অব্যাহত অগ্রযাত্রা ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার সক্ষমতা আর মুসলিম শাসকদের উপলব্ধিহীনতা এ আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে যে, অচিরেই তারা সেখানে মুসলিমদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে বায়তুল মাকদিসকে একমাত্র তাদের উপাসনালয় হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করবে।

দুই. অবস্থার ভয়াবহতা

মিরাজের রজনিকে আমরা অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করি; কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, কেউ সেদিন মিরাজের কেন্দ্রবিন্দু মসজিদে আকসা ইয়াহুদিদের দখলে চলে যাওয়ায় শোক পালন করে না। মিরাজের রাতে যখন আমাদের এখানকার মসজিদগুলো আলোয় ঝলমল করে ওঠে; ঠিক তখনই মসজিদে আকসা নিকষ কালো আঁধার আর ইয়াহুদিদের নোংরা হস্তক্ষেপের শিকার হয়ে থাকে।

মিরাজ উপলক্ষ্যে আমাদের মসজিদগুলোতে বড় ধরনের লোকসমাবেশ হয়; কিন্তু মসজিদে আকসার শোকার্ত পরিবেশে তখন শুধু নির্জনতার সমাগম ঘটে। শবে মিরাজকে মুসলিমসমাজে শরিয়তের কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হলেও মিরাজের সন্ধিস্থল পবিত্র বায়তুল মাকদিস রক্ষার জন্য জিহাদকারীদের ন্যূনতম মর্যাদাও দেওয়া হয় না। আমাদের বক্তারা মিরাজের ঘটনার বৃত্তান্ত, শবে মিরাজের মর্যাদা ও গুরুত্বের আলোচনা করতে গিয়ে রাত কাটিয়ে দেন; কিন্তু এই পবিত্র ভূমির ওপর শোকের যে রাত ছেয়ে আছে, তার সমাপ্তি কবে হবে, কীভাবে হবে—তার আলোচনা কোনো বক্তাই করেন না। সেই অন্ধকারের অমানিশা কাটিয়ে বিজয়ের সোনালি প্রভাত নিকটবর্তী করার ভাবনা কেউ ভাবেন না।

ইয়াহুদিরা বার বার চাপ প্রয়োগ করছে, যেন মুসলিমরা বায়তুল মাকদিসের দাবি ছেড়ে জেরুসালেমের বাইরে 'আবু দেস'[২] নগরীকে সম্মানিত ভূমি হিসেবে গ্রহণ করে। এ জন্য তারা ফিলিস্তিনের মুসলিমদের ওপর সব ধরনের চাপ প্রয়োগ করছে, নির্যাতন ও

[২] আবু দেস—বায়তুল মাকদিসের পূর্বপাশে অবস্থিত ফিলিস্তিনি একটি শহর। মসজিদে আকসা থেকে এর দূরত্ব দুই কিলোমিটার। — অনুবাদক।